গদাইয়ের নাম ... আর মনের মধ্যে জেগে উঠবে তারা। এই পয়লা বৈশাখের রাতেই তো নিজেকে ভেবে নেওয়া উত্তীয় ... শ্যামার জন্য অপেক্ষা করতে করতে কখন যে সেটা বদলে যায় ইন্দুমতীর গল্পে আর উত্তীয়র ভালোবাসা বদলে যায় গদাইয়ের কবিতায় – বোঝাই যায় না ঠিকঠাক। আহা, এ সবই তো নিজেকে নতুন করে বড় ভাবার সূচনামাত্র...। পয়লা বৈশাখ যে শুরুর দিন। প্রথম সবকিছুর মজাটা যে একদম আলাদা ...।

## দুই

একটা করে নববর্ষ আসে আর পাল্টে যায় আবেগের রংগুলো। ছোটবেলায় হালখাতা, মিষ্টির প্যাকেট, রিহার্সাল, নতুন জামার আবেগ কিশোরবেলাতে এসে কখন যে ক্যালেন্ডারের পাতার মতো পুরোনো হয়ে খসে পড়ে, বুঝতে পারা যায় ঠিকঠাক। তখন নববর্ষ মানে অন্য আবেগ। পাড়ার মাঠে মন্ত্র পড়ছেন নতুন ক্যাপ্টেন। তার গায়ে আরও উজ্জ্বল হয়ে বসে আছে ক্লাবের জার্সি। কয়েকজন কর্মকর্তা পাশে দাঁড়িয়ে। আর গ্যালারিতে তখন নতুন পাঞ্জাবি চড়িয়ে আমাদের মতো কিছু পাগল সমর্থক। প্রবল বিস্ময়ে বিভোর হয়ে দেখে যাচ্ছি বারপুজো। আর বুক বাঁধছি কত আশায়। কত সংকল্প, ইচ্ছে যে জোট বাঁধছে – তার হিসেব কে রাখে। গতবার ডুরান্ড সেমিফাইনালে জেসিটি-র কাছে হেরে গিয়েছিল দল ... এবার যেন কলকাতা লিগ, আইএফএ শীল্ড, ডুরান্ড, রোভার্স – সব ঢোকে ক্লাবে। আর একবার পাঁচ গোল যেন দিতে পারি ওদের। আমাদের সমস্ত না পারাগুলোকে সার্থক করতে, প্রতিদিন আরও একবার আমাকে জিতিয়ে দিতেই তো মাঠে নামে আমার ক্লাব। আর সেই ক্লাবকে ঘিরে কত স্বপ্ন, স্বপ্নের বিশ্বাসে বদলে যাওয়ার যাবতীয় হিসেবনিকেশ যে শুরু হত বৈশাখের প্রথমদিনেই। নতুন বছর নতুন আশা – পয়লা বৈশাখ আসলে যে না! সংস্কৃতির ধ্বজা ওড়াবে না! তা হয় নাকি? তাই সেই পাঞ্জাবির সঙ্গে কখনও ধুতি পরেই পালন করা নববর্ষ। সন্ধে হলে তখন আর হালখাতা নয়, সকালের বারপোস্ট নয় – আমাদের মূল লক্ষ্য হত শাড়ি পরা মেয়েটা। প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডারদের সুকৌশলে এড়িয়ে একজন দক্ষ স্ট্রাইকার যেমন জালে জড়িয়ে দেয় বল, ঠিক তেমনই যেন এক অদ্ভুত রণকৌশল প্রস্তুত হত মনে। মর্নিং কলেজের বিপাশাকে প্রপোজ করার জন্য প্রস্তুত হিস্ট্রি কোচিংয়ের সুশান্ত ...। এদিকে ওদের পাড়ার লাল্টুও বেশ দিওয়ানা। আর আমি? বিপাশার একটা সাংস্কৃতিক মন আছে, ভরতনাট্যমে কত প্রাইজ আছে ওর। যদি একবার, একবার যদি ওর সামনে প্রমাণ করতে পারি আমিও কালচারালি হেব্বি স্ট্রং-তো কেল্লাফতে। আর নিজেকে বাঙালি বুদ্ধিজীবী প্রমাণ করার তো একটাই দিন ছিল হাতে, সেটা পয়লা বৈশাখ। নতুন বছর শুরু, নতুন প্রেমও নয় সেইদিন থেকেই শুরু

সন্ধে হলে তখন আর হালখাতা নয়, সকালের বারপোস্ট নয় – আমাদের মূল লক্ষ্য হত শাড়ি পরা মেয়েটা। প্রতিপক্ষের ডিফেন্ডারদের সুকৌশলে এড়িয়ে একজন দক্ষ স্ট্রাইকার যেমন জালে জড়িয়ে দেয় বল, ঠিক তেমনই যেন এক অদ্ভুত রণকৌশল প্রস্তুত হত মনে। মর্নিং কলেজের বিপাশাকে প্রপোজ করার জন্য প্রস্তুত হিস্ট্রি কোচিংয়ের সুশান্ত ...

গড়ানো ফুটবলে পা রেখেই আমরাও তো মনে মনে হয়ে উঠতাম এক একজন নামী খেলোয়াড়। চার বছর অন্তর সাদা-কালো টি.ভি-তে বিশ্বকাপ, সেখানে ওই মারাদোনা-ক্লিন্সম্যান-লিনেকার ছাড়া বাইরের ফুটবলের জগৎ তখন আমাদের কাছে অধরাই ছিল। আর সম্বল বলতে ছিল রেডিয়ো, আকাশবাণীর ধারাবিবরণী, কলকাতা লিগ, ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান-মহামেডান ...। সেই রেডিয়োতে খেলা শুনতে শুনতেই আমাদের পাড়ার ছোট মাঠটাও যেন হয়ে উঠত ময়দান। বাঁদিকের পার্শ্বরেখা ধরে বল নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে ঢুকে পড়ছি প্রতিপক্ষের সীমানায় ... ঠিক যেভাবে আগের দিন বল নিয়ে এগোচ্ছিল তুষার রক্ষিত ... নিজেকে তখন মনে হত কোনও বড় ক্লাবের প্লেয়ার। গায়ে প্রিয় ক্লাবের জার্সি, পায়ে বল – ভাবতাম কিছুদিন পর খবরের কাগজে দলবদলের খবরে আমারও নাম থাকবে, ছবি থাকবে – ওই কৃশাণু, বিকাশ, চিমার মতো। আর সেই স্বপ্নের ঘোরে রংয়ের তুলিটা আরও দৃঢ়ভাবে বুলিয়ে দিত একটা বিশেষ দিন – সেটা পয়লা বৈশাখ। মাঠে বার পুজো। ক্লাবের নতুন ক্যাপ্টেনের নাম ঘোষণা। দক্ষিণ দিকের বারপোস্টটা শুইয়ে রাখা, তার গায়ে জড়ানো জবা ফুলের মালা। পুরোহিত বারের উপর এঁকে দিচ্ছেন স্বস্তিক চিহ্ন। হাতে বল নিয়ে পুরোনো সব ভুলে আবার চলার কথা বলে যায় ... কানে কানে।

ফুটবল চলতে থাকে, তিন কাঠির জালে জড়িয়ে যায় মায়াবি স্বপ্ন – শুধু সময়টা গড়িয়ে যায় দ্রুত। তাই, কখন যে স্যাটেলাইটের ছায়ায় রেডিও বন্ধ হয়ে রঙিন টিভির পর্দায় ভেসে ওঠে স্টার স্পোর্টস, কলকাতা লিগে বি.এন.আর-এর বদলে মেতে ওঠা অ্যাস্টন ভিলা নিয়ে, গঙ্গাপারের ময়দানি হাওয়া যে দিকবদল করে কখন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে টেমসের জলে ঢেউ তোলে – বুঝতে পারি না ঠিকঠাক। তাই, কিশোরবেলার পয়লা বৈশাখ ভোরের আবেগও তার নিজস্ব নিয়মেই চলে যায় অন্য পথে – কলেজবেলার বৈশাখী সন্ধ্যার মজলিশে। তখন বাংলা সংগীতমেলা শুরু হত পয়লা বৈশাখ। রবীন্দ্রসদন প্রাঙ্গণ জুড়ে গানের মেলা, সুরের ভেলা। আর আমরাও সেইদিনে মনে প্রাণে বাঙালি। দুপুরে ছোলার ডাল, পোস্তর বড়া, সর্ষে বাটা দিয়ে মাছের ঝাল, আমের চাটনি, মিষ্টি দই – হরেক মেনু শেষ করে বিকেলের আড্ডায় বেরোনোর আগে গায়ে তুলে নিতাম ফেব্রিক করা নতুন পাঞ্জাবি। সেই পাঞ্জাবি জুড়ে কখনও রবিঠাকুরের মুখ আবার কখনও আঁকা থাকত বাঁকুড়ার ঘোড়া – সংস্কৃতিপ্রবণ বাঙালি কি আর কাঁচা বয়সের আবেগ সেই সংস্কৃতিকে বয়ে বেড়াবে হোক – এই আকাঙ্ক্ষাতেই তো প্রহর গোনা শুরু বৈশাখের প্রথম দিন থেকেই। তাই কী অনায়াসে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে, যথাসম্ভব বাংলা শব্দ প্রয়োগ করে কথা বলতে বলতেই পাড়ি জমাতাম নন্দন চত্বরে। বাংলা নববর্ষ, বাঙালি সেজে, নিজেকে আরও বেশি করে বাঙালি প্রমাণ করার তাগিদে মজে থাকতাম পয়লা বৈশাখের ঘোরে। সন্ধে নামত, বিপাশাও আসত তাঁতের শাড়িতে সেজে ... আর তারপর? মোহরকুঞ্জের গাছগুলো থেকে তখন বয়ে আসত মিষ্টি হাওয়া। বসন্ত যে গিয়েও চলে যায় না তখনও। রবীন্দ্রসদনের সামনের মাঠে গান শোনার বাহানায় পাশাপাশি বসা। মাইকে তখন ভেসে আসত লোপামুদ্রা মিত্র-র গলা 'রাত্রি ঘন হলে জোনাকি জ্বলে জ্বলে ক্লান্ত হবে, আমার ক্লান্তিতে তন্দ্রা ছুঁয়ে তুমি আসবে কবে?' তন্দ্রা ছুঁতে কিনা জানি না, তবে নানা বাহানায় হাতের আঙুল যে ছুঁয়ে দিতাম বারবার – সে কথা আজ বলতে পারি নির্দ্বিধায়। আসলে লজ্জা জড়ানো ভয় কাটিয়ে, সামান্য সাহসের প্রশ্রয়টুকু তো প্রথমবার দিয়েছিল এই পয়লা বৈশাখই। নববর্ষে সবকিছুর স্বাদই যে নতুন, সবই তো প্রথমবার মেলে। দূরে তখন গিটার নিয়ে বসে থাকা ছেলের দল গলা ছেড়ে গাইছে, 'মিলন হবে কতদিনে? আমার মনের মানুষের সনে'। বৈশাখের ভ্যাপসা গরমেও কেমন যেন ফাল্গুনের অনুভূতি হয় – কে জানে! হয়তো প্রথমদিন বলেই।

## তিন

তবু সময় বয়ে যায়। বছর বদলে যায়। ১৪২৪ বঙ্গাব্দ পড়ে যায় ১৪২৫-এ। শুধু ক্রেডিট কার্ডের দৌলতে হারিয়ে যায় লাল হাল খাতার দাপট, নিয়মরক্ষার পুজো ছাড়া আর সত্যিই তেমন সেজে ওঠে না পোদ্দার স্টেশনার্স, শ্যামলদা'র দোকান, মালাকার জুয়েলার্সের সামনে রাখা বক্সে বাজে না আশার গান। দোকানটাই তো নেই আর! ময়দানি বারপুজো চলে, হয়তো আজও কিছু পাগল সমর্থক ক্লাবে গিয়ে মেতে ওঠে তাতে। আমরা কেবল গুগলে বা ফেসবুকের পেজে মাঝে মাঝে নেমে দেখে নিই খেলার ফলাফলটুকু। পঁচিশে বৈশাখে আজও কোথাও হয়তো জমে ওঠে রবীন্দ্রজয়ন্তী, তবে পুরোনো পাড়া ছেড়ে চলে গিয়েছে প্রায় সবাই। পয়লা বৈশাখের মিটিং বন্দি পড়ে আছে স্মৃতির খামে। উত্তীয়, ইশা খাঁ, গদাই – এদের মুখগুলোই মনে পড়ে না আর। বিপাশা এখন কোথায় কে জানে! ফেসবুকে সার্চ দিয়েছিলাম পুরোনো নামেই – অনেকগুলো প্রোফাইল এসেছিল, চিনতে পারিনি। লোপামুদ্রা মিত্র-র বটের ঝুরির গান ডাউনলোড করা আছে ঠিকই, শুধু শোনা হয় না – এই যা। তবুও পয়লা বৈশাখ আসে। নতুন জামা গায়ে দিলেও আর বিশ্বাস করতে পারি না বছরটা এইভাবে ভালোই যাবে। শুধু হোয়াটস অ্যাপ-এর মেসেজগুলোয় বাংলায় টাইপ করে শুভেচ্ছা বিনিময়ের রিপ্লাই দিতে দিতে মনে পড়ে যায় অনেক কিছু। তখনই কেমন যেন ফাঁকা লাগে। সত্যিই তো, আজ পয়লা বৈশাখ বড় বেশি একলা বৈশাখ হয়ে যায় আমাদের কাছে। তবুও নিজের মনে হেসে উঠে, কিছুটা পুরোনো আবেগের ভগ্নাংশে ভর করে খেলাচ্ছলেই বুক বাঁধি নতুন সংকল্পে ...। বদলে ফেলি মোবাইলের রিংটোন ...। যাতে কেউ ফোন করলে এই পয়লা বৈশাখে একবার শুনতে পারি বাংলার গান, বাঙালির গান, নির্মলা মিশ্র-র গলা – 'এই বাংলার মাটিতে মাগো জন্ম আমায় দিও...'। পয়লা বৈশাখের রোদ্দুরকেও তখন কেন জানি না বড় মায়াবি মনে হয় ...।

piyal.bhatt@gmail.com